শিষ্যত্বের বিকাশ

অপরিহার্য শিক্ষা

শিষ্যত্বের তত্ত্বানুসন্ধান

পাঠ৩: খ্রীষ্টেরএকজন শিষ্যের বৈশিষ্টসমূহ

যীশু খ্রীষ্টের মত হয়ে ওঠা রাতারাতি ঘটে না । এমনকি কয়েক বছরে বা দশকেও এটা সম্পূর্ণ ঘটে না । কিভাবে খ্রীষ্টের মত হওয়াটা আসলে আজীবনের অভিলক্ষ হয় এই পাঠটি আলোকপাত করেছে, সেইদিকে । খ্রীষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের জীবন কিভাবে যাপন করতে হয় তা জানবার জন্য পড়তে থাকুন ।

আমরা গলায় ক্রুশ ঝোলাই বলে, নাকি আমাদের কথোপকথনের মাঝে ‘হাল্লেলুইয়া’ বলে চীৎকার করলে , নাকি গীর্জায় যাই বলে লোকে আমাদের খ্রীষ্টাচারী বলে চিনতে পারে নতুবা তারা কি আমাদের চিনতে পারে কারণ আমাদের স্বভাব প্রকাশ করে যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী বলে? এই পাঠটি যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্যের বৈশিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে ।

শিষ্যের প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, তিনি একজন শিক্ষাগ্রাহী ।

সুসমাচারগুলিতে দেখা যায় যে, যীশুর প্রথম ১২ জন অনুচরকে প্রগাঢ় শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় । তাঁরা যীশুর উপদেশ নতেন কিংবা তাঁরা যীশুর দ্বারা প্রেরিত হতেন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য ।

এক জনপ্রিয় প্রবচন এই কথা বলে, ''কোন গ্যারেজে বসে থাকলে যেমন আপনি গাড়ি হয়ে যাবেন না, কোন গীর্জায় বসে থাকলেও তেমনি আপনি খ্রীষ্টাচারী হয়ে উঠবেন না ।''

কোন বস্তুকে আমরা গাড়ি বলে চিহ্নিত করি সেটা গ্যারেজে থাকুক বা না থাকুক, কারণ সেটির এমন বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে যেমন, চারটিচাকা, একটি স্টিয়ারিং হুইল, একটি ইঞ্জিন এবং সেটি এক জায়গা থেকে অন্যত্র আমাদের বহন করে নিয়ে যেতে পারে । একইভাবে, খ্রীষ্টাচারী হিসাবে আমরা নিজেদের চিহ্নিত করি আমাদের খ্রীষ্টিয়ান নামকরণ দিয়ে বা গীর্জায় আনাগোনা করার দ্বারা নয় বরং যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস ও অনুসরণ করি বলে ।

কোন বিদ্বান ব্যক্তির মূল্যবোধ ও প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাস করেন সেই অনুচরদেরও শিষ্য বলা হয় । শিষ্য সম্বন্ধে কথা উঠলেই যে ছবিটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তা হচ্ছে, কোন গাছের নীচে একটি সমাবেশ যেখানে গুরু শিক্ষা দিচ্ছেন আর শিষ্যেরা গভীর মনোযোগে নছেন । কোন শিষ্যের প্রথম বৈশিষ্টই এটা যে, তিনি একজন শিক্ষাগ্রাহী ।

সুসমাচারগুলিতে যীশুর প্রথম ১২জন অনুগামীকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রগাঢ় শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে যেতে । হয় তাঁরা যীশুর উপদেশ নতেন কিংবা তাঁরা যীশুর দ্বারা প্রেরিত হতেন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য । মথি ১১:২৯-৩০ পদে যীশু বলছেন, ''আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে । কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু ।'' এটি হচ্ছে শিষ্যদের প্রতি যীশুর আমন্ত্রণ । তাঁর যোঁয়ালি বহন করার জন্য আর তাঁর কাছে শিক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে জীবনে 'চলার' জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাঁদের ।

আমাদের যদি উৎকৃষ্ট শিষ্য হতে হয় আমাদের সর্বদা শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । আমাদের মন খোলা রাখতে হবে প্রভু যা কিছু আমাদের শিখাতে চান সেইদিকে, বিশেষতঃ এই বাস্তবের প্রতি যে একজন শিষ্যের শিক্ষা গ্রহণ জারি থাকে তার সারা জীবনব্যাপী । ফিলীপীয় ৩:১২-১৪ পদেতে পৌল বলেছেন, ''আমি যে এখন পাইয়াছি, কিম্বা এখন সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশু কর্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টায় দৌড়িতেছি । ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে এমন বিচার করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, পশ্চাৎ স্থিত বিষয় সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধদিকস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি ।'' এক নিরবিচ্ছিন্ন ঊর্দ্ধস্থ আহ্বান বলে মনে করেছিলেন, চিন্তা করুন যে, আমাদের আরও কত না শিক্ষা করতে হবে ।

যদি শিষ্যত্বের এই শিক্ষালয় থেকে আমরা কোনদিনও স্নাতক হতে না পারি

তাহলে এমন শ্রমসাধ্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে যাওয়া কেন? লূক ৬:৪০পদ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ‘‘শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে ।’’ আমরা তখনই প্রশিক্ষণের মাত্র পূর্ণ করব যখন আমাদের শিক্ষা গুরু, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মত আমরা হয়ে উঠতে পারব ।
এটা জানলে আমাদের আর বিস্মিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না যে একজন শিষ্যের শিক্ষা হচ্ছে আজীবনের জন্য ।

যীশুর কোন শিষ্যের চূড়ান্ত চিহ্ন সূচক বৈশিষ্ট হচ্ছে তাঁর খ্রীষ্টানুরূপতা এবং খ্রীষ্টের প্রতি আজ্ঞাবহতা ।

সুতরাং, কোন শিষ্যের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের অনুরূপ হওয়া এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া । সুসমাচারগুলি থেকে প্রেরিত পুস্তক হয়ে পত্রগুলির দিকে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, শিষ্যেরা ধীরে ধীরে শিক্ষা করছিলেন যীশুর চরিত্র, আচরণ এবং আত্মনিয়োগ প্রতিফলিত করতে । দুর্বল, ভিরু, সন্দিহান মানুষ থেকে পবিত্র আত্মার সাহায্যে খ্রীষ্টের মহানুভব প্রতিনিধি হয়ে ওঠা ছিল এক নাটকীয় রূপান্তর । আজ্ঞাবহ হওয়ার জন্য শিষ্যদের এই বলে যীশু আহ্বান করেছিলেন, ‘‘তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে’’(যোহন, ১৪:১৫ পদ) । আমরা যখন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করি তখন আমরা তাঁকে অনুকরণ ও মান্য করি । আমরা চাইব যেন আমরা উত্তরোত্তর যীশুর মত আরও দেখতে হই এবং যীশুর মত আরও আচরণ করি । লূক ৬:৪০ পদ বলে, ‘‘শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়, সে আপন গুরুর তুল্য হইবে ।’’ এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎঃ বাক্যের শিক্ষার মাধ্যমে প্রভুর দ্বারা পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ওঠা যাতে, বাস্তবিকই আমরা তাঁর সমরূপ হয়ে উঠি । যদি আমরা এ বিষয়ে একমত যে, একজন শিষ্যের প্রথম বৈশিষ্ট হবে তিনি একজন শিক্ষার্থী তাহলে অবশ্যই আমরা একবার খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শিখলে তার পরবর্তীতে খ্রীষ্টকে মান্য করে তাঁর মত জীবনযাপন করতে বাধিত থাকব ।

বাস্তবপক্ষে, যীশুর শিষ্য হওয়া কাকে বলে তা বুঝতে পারলে আমরা চাইব যেন অন্যেরাও তাঁর অনুগামী হন । তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সানন্দ আজ্ঞাবহ জীবনের আদর্শই তাদের কাছে সর্বাধিক সোচ্চার হয়ে ওঠে যারা এখনও প্রভুতে জানে না । প্রভুর নির্দেশ মেনে চলা আর তাঁর আদর্শ অনুসরণ করা সর্বদা খুব একটা সহজ নয় । বাস্তবপক্ষে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যীশু ডেকেছেন অন্যদের সেবা করতে, শত্রুদের প্রেম করতে আর এমনকি অন্যদের জন্য আত্মা বিসর্জন দিতেও । পালন করার পক্ষে কোন সহজ কর্মের তালিকা নয় এটি । কিন্তু যীশুর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আর আমাদের হৃদয় তাঁর মত হওয়ার একাগ্রতা নিয়ে, আমরাও আমাদের ক্রুশ তুলে নিয়ে যীশুকে অনুসরণ করব নিজেদের মঙ্গলের জন্য আর তাঁর গৌরবের জন্য ।

খ্রীষ্টকে জানার মাধ্যমে আর্শীবাদে সমৃদ্ধশালী শিষ্য হিসাবে, যীশুর প্রতি ভালবাসার চালনায়, আমরা চাইব তাঁর কাছে শিক্ষা করতে আর তাঁর মত জীবনযাপন করতে । এটাই খাঁটি শিষ্যত্ব– আমাদের গুরুকে সমস্ত দিক দিয়ে বা সর্বৈব অর্থে অনুসরণ করা । উপস্থিত যদিও সেই শিক্ষা ও বাধ্যতা

কঠিন মনে হয়, কতই না আনন্দের বিষয় হবে শেষ দিনে তাঁর মুখে নতে পাওয়া, ''বেশ (করেছ), আমার উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস!''

পুনর্বিবেচনা

- শিষ্য হচ্ছেন যিনি অন্য কোন একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করেন; সেই ব্যক্তি তাঁর এই শিষ্যকে শিখান কি করে জীবনযাপন করতে হয় ।

- আমরা হচ্ছি যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য যিনি আজও আমাদের পথ প্রদর্শন করে চলেছেন ।

- শিষ্যেরা হচ্ছেন শিক্ষাগ্রাহী এবং খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা করা সারাটি জীবন জারিথাকে ।

- শিষ্যেরা পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে তাদের গুরুর মত হয়ে ওঠেন তারা । আমরা, খ্রীষ্টাচারী হিসাবে আহূত হয়েছি আমাদের গুরু, যীশু খ্রীষ্টের অনুরূপ হওয়ার জন্য আহূত হয়েছি ।

- যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে তাঁর উদাহরণ অনুকরণ করা আর তাঁর নির্দেশ পালন করা যাতে আমরা এমন জীবনযাপন করতে পারি যা নিখুঁতভাবে তাঁর চরিত্রকেই প্রতিফলিত করে ।

আপনারমতামত

- খ্রীষ্টাচারী অন্যান্য নেতাদের অনুচরদের চাইতে কিসে ভিন্ন?

- আপনাকে লক্ষ্য করলে অবিশ্বাসীরা যীশু খ্রীষ্টের কেমন ছবি দেখতে পান? আপনার নিজের মধ্যে কোন দিকগুলিতে আরও দৃষ্টি দেওয়া আর কোন্ দিক্গুলিতে ইতিমধ্যেই ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১ ।

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing

- ধনী যুবককে যীশু বলেছিলেন তার সর্বস্ব বিক্রি করে সেই অর্থ দরিদ্রদের দান করে দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে, সে পারেনি । যীশুকে অনুসরণ করার জন্য কি কি আপনার পক্ষে ত্যাগ করা দুষ্কর বলে আপনার মনে হয়?